দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৮

57

লালমাটিয়া কলেজের মেয়েরা প্রজাপতি সাজে সাজবে

টাইপ রাইটিং ক্লাসে ছাত্রীরা।

স্টাফ রিপোর্টার : আজ লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ের তিনদিনব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী দিন। গত ছ'মাস এই উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন শিক্ষক শিক্ষিকা–মহাবিদ্যালয়ের সাত হাজার ছাত্রী। রঙ–বেরঙের প্রজাপতির মত উৎসব সাজে সাজবে মেয়েরা। চিত্র প্রদর্শনী, বই মেলা আর কলেজ প্রাঙ্গনে রঙিন ফেস্টুন, রঙিন ফুল পাতায় সাজানো মঞ্চের চারপাশে ঘুরবে তারা। উৎসব শুধু উৎসব।

আজ সারাদিনের উৎসব অনুষ্ঠানে শান্তি কপোত আর ফেস্টুন উড়ানো হবে। উদ্বোধন করা হবে চিত্র প্রদর্শনী, বই মেলার। উদ্বোধনী বক্তৃতামালার পরে শুরু হবে বিচিত্রানুষ্ঠান, আর সবশেষে পরিবেশিত হবে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। বহুবার রিহার্সাল হয়েছে। তবুও দুরু দুরু বুক তাদের, কি জানি কি হয়।

মনে পড়ে

সেই পহেলা আগস্ট ১৯৬৬ থেকে ডিসেম্বর '৯১–পঁচিশ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথ। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা বেগম মারেফা খাতুনের কাছে মনে হয় এই তো সেদিন।

আজ রজত জয়ন্তী উৎসব

অথচ কলেজের অধ্যাপিকা হয়ে প্রথম যেদিন ঢুকেছিলেন, ঘরে রেখে এসেছিলেন ২১ দিনের নবজাত কন্যা মৌসুমীকে। বড় ছেলে শাকিলের বয়স ছিল তখন আড়াই বছর। ছেলের কথা বলতে কেমন যেন চুপসে গেলেন। চোখ বুজলেন ক্লান্তিতে। বললেন–ও বেঁচেনেই।

রজত জয়ন্তী উৎসবকে সামনে রেখে কথা বলছিলাম কলেজের প্রথম দিকে জড়িত শিক্ষিকাবৃন্দের সঙ্গে। অধ্যক্ষা বেগম মারেফা খাতুন বললেন, মাত্র ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ ছাত্রী সংখ্যা সাত হাজার। শিক্ষক–শিক্ষিকা ৬০ জন। ছাত্রীদের স্থান সংকুলানের জন্য এ বছর থেকে প্রভাতী বিভাগের পাশাপাশি দিবা বিভাগ খোলা হয়েছে। লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং প্রতিবছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অভিভাবকদেরকে আকর্ষণ করে। সিট নেই বললেও শোনেন না তারা।

অথচ ৬৬ সালের যাত্রা শুরুর সেই ক্ষণে শুধু বুকভরা উদ্দীপনা ছাড়া আর কি ছিল, বললেন তিনি। বেতন ছিল মাত্র ৫০ টাকা। আজিমপুর থেকে বাসে করে আসাদ গেটে (তখন আইয়ুব গেট) নামতাম। তখন এই অঞ্চলটি ছিল ফাঁকা। পথ চিনে আসতে ভয় লাগতো। প্রথম দিকে পথ হারিয়েছি অনেকবার। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন বেলায়েত হোসেন চৌধুরী। নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটিই কলেজের প্রাণ। বেতন নিতেন না। উপরন্তু সহায়তা দিতেন সব রকমের। ১৯৭২ সালে তার মৃত্যুর পর অধ্যক্ষা হয়েছিলেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। মন্ত্রী হবার পূর্বে মাত্র একবছর কলেজে ছিলেন তিনি। নিবেদিত প্রাণ শিক্ষিকা হিসাবে কলেজ তাকেও মনে রাখবে।

অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা মিসেস নূরজাহান বেগম শোনালেন কলেজের কথা। লালমাটিয়া গার্লস স্কুলের উত্তর পূর্ব দিকের কোণ ঘেঁষা ছোট ঘরটাতে প্রথম কলেজের ক্লাস শুরু হল। তখন বেশীরভাগ শিক্ষক শিক্ষিকাকে স্কুলের উপর শ্রেণীর সাথে কলেজের ছাত্রীদেরও পড়াতে হত। কিন্তু এটা চলেছিল মাত্র এক বছর। প্রথমবারের ছাত্রীরা কলেজের নামে পরীক্ষা দিতে পারল না। অন্য কলেজের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা দিতে হল।

নূরজাহান বেগম বললেন প্রথম রেজাল্ট বেরুবার পরেই ভিড় জমতে লাগল। স্থান নেই পড়াবার অথচ ছাত্রী আসছে পড়ার জন্য। বাধ্য হয়ে স্কুলের মাঠের পূর্ব দক্ষিণ কোণায় ঘর উঠানো হল। মুলিবাঁশের বেড়া দেয়া লম্বা ঘর। মনে আছে সকাল সাড়ে আটটায় কলেজের যখন ক্লাস বসত, স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর ক্লাসও শুরু হত তখন। সেই ছোট্ট ছাত্রীদের সাথেই মিতালী করতে হত কলেজের তরুণী ছাত্রীদের। বড় মিষ্টি ছিল এই পরিবেশ। ১৯৬৯ সালের বৈশাখে টর্নেডো ভেঙ্গে দিল কলেজের মুলিবাঁশের ক্লাস রুম। আবার ঘর তৈরী হল। লম্বা সেই ঘরে আমরা একসাথে ক্লাস নিতাম। দুটো ক্লাসের ছাত্রীরা দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসত। এই ঘরেই সাংস্কৃতিক আসরও বসাতাম আমরা। নিয়মিত নাটক পরিবেশন করত মেয়েরা। পরে দর্শনীর বিনিময়ে নাটক পরিবেশিত হয়েছে মহিলা সমিতি, শিল্পকলা একাডেমী প্রভৃতি মঞ্চে। সংগৃহীত অর্থ কলেজের উন্নয়নের কাজে লেগেছে।

হিসাব বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা কাজী নুরুন নাহার '৭৪ সালে এই কলেজে কমার্সের ছাত্রী ছিলেন। মোট ১১ জন ছাত্রী ছিল ব্যাচে। এখন কালেজের ইন্টারমিডিয়েট কমার্স বিভাগে চারশ' ডিগ্রি ক্লাসে সাড়ে তিনশ ছাত্রী পড়াশুনা করছে। তিনি বললেন, রজত জয়ন্তী উৎসবে সহকর্মী রোকেয়া আহসানের অভাব খুব অনুভব করছি। গতবছর তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কৃতী ছাত্রী লুনা গোমেজের কথাও আমরা স্মরণ করব। ফার্ম গেটের কাছে চলন্ত রিকশার সাথে ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ও মারা গেছে। আরেকজন, সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল, ঝিকাতলায় বাসা। ঘরে ছিল ওর ছোট দুটো বাচ্চা। অনেক দিনের কথা, নামটা মনে নেই। বললেন, আমাদের সব আনন্দ–বেদনায় আমাদের সাথে যারা ছিলেন, তারা সঙ্গী হয়ে আছেন। সঙ্গী হয়ে থাকবেন।

শীত বিকালের বাঁকা রোদ আবছা হয়ে পড়েছে মঞ্চটাকে ঘিরে। তখনও রিহের্সাল চলছে। জারিগান পরিবেশন করছে কয়েকজন তরুণী। একটু দূরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছেন অধ্যাপিকা মারেফা খাতুন। কাছে যেতে বললেন, দেখুন একটা কথা পারলে লিখবেন। আমাদের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কথা। দিনের অনেকটা সময় এখানে দিই। ছাত্রীদের নিয়ম–শৃঙ্খলা শেখাই অথচ আমাদের অভাবে অনেকের নিজেদের ঘরের শৃঙ্খলা ঠিক থাকে না। তবুও স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকের মত পড়াই–ওদেরকে শিক্ষিত করি। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, পয়সায় আর যাই হোক শিক্ষার কোন বিকিকিনি হয় না। কোন দিন হয়নি। হবেও না।

ছাত্রীরা লাইব্রেরীতে অধ্যয়নরতা